NOV. 15 2001

দৈনিক সংবাদ

পৃ: ৩ কলাম ৩

শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানে অনিয়ম

মিরসরাই প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

হালেক নাছির উদ্দীন মিরসরাই থেকে : মিরসরাই প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্ম-কর্তাদের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তির লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, অফিস সহকারী, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাদ্রাসা সুপার এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগ-সাজসে এ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগে জানা গেছে। স্বয়ং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাসের পর মাস অফিস না করেই বেতন ভোগ করছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ উদাসীন ভূমিকা পালন করছে।

সূত্রে জানা যায়, মিরসরাই উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১৭ হাজার ছাত্রী সরকারিভাবে উপবৃত্তি টাকা পেয়ে থাকে। প্রতি ছয় মাস অন্তর এই টাকা ছাত্রীদের মাঝে বন্টন করা হয়। বছরে দু'কিস্তিতে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ হয়। ওই ১৭ হাজার ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রীই ভুয়া বলে জানা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারীদের স্ত্রী, গৃহবধু, কাজের মেয়ে এবং একই ছাত্রীকে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত দেখিয়ে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করা হয়। সরজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, মিরসরাইয়ের মলিয়াশ উচ্চ বিদ্যালয় এবং হাইতকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসব ভুয়া ছাত্রীর তালিকা।

অন্যদিকে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সুপক খীসা অফিস না করেই মাসের পর মাস বাড়িতে বসেই বেতন ভোগ করছে। তবে এসব অবৈধ লেনদেন অফিস সহকারী টাইপিষ্ট প্রণব কুমার চৌধুরীর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে বলে জানা যায়। অফিস সহকারি প্রণব কুমার অবৈধ লেনদেনের টাকা সুপক খীসার বাড়িতে দিয়ে আসে। এমনকি তার বাড়িতে হাজিরা বই নিয়ে প্রতি মাসের উপস্থিতি সই ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়ে আসে। এ সংবাদদাতা ওই অভিযোগের ব্যাপারে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে গেলে সুপক খীসাকে পাওয়া যায়নি।